বিয়ে বাড়ি

জয়ন্তর বড় ছেলে রনিতের বিয়ে । এতদিন বাদে বাড়িতে একটা উৎসব । ওর আর সংযুক্তার, দুজনেরই ইচ্ছে ছেলের বিয়েতে আত্মীয় স্বজন সবাই আসুক, খুব আনন্দ হুল্লোর হোক । সেইজন্য তারা বিয়ের অনেক আগে থেকেই দেশে বিদেশে সবার সাথে যোগাযোগ করে, কথা বলে, অনেক হিসেব নিকেশ করে বিয়ের দিন ঠিক করল আগস্ট মাসে !

জয়ন্তর দিদি পূরবী বলল – 'প্যাচপ্যাচে গরমে বিয়ের দিন ফেললি ? কেন শীতের সময় কিসের অসুবিধা ?' সংযুক্তা বোঝাল – 'উপায় নেই দিদি । ওই সময়টাতে বিদেশে সব জায়গায় গরমের ছুটি । কাজেই আমেরিকা থেকে আমার বোন , ইংল্যান্ড থেকে তোমার মেয়ে জামাই – সবাই আসতে পারবে । শীতের ছুটি যখন থাকে, তখন তো পৌষ মাস। বিয়ের তারিখ থাকেনা ! অগত্যা আগস্ট মাসেই ! পনেরোই আগস্টের সাথে শনি রবি মিলিয়ে তিন দিনের ছুটিও পাওয়া যাচ্ছে । সবারই সুবিধা হবে ।'

বিয়ের চিঠি ছাপানোর আগেই মোটামুটি সবাই খবর পেয়ে গেল । বাকি রইল শুধু বর্দ্ধমানের সেজোকাকা । সেজোকাকার বাড়িতে ফোন নেই । চিঠি অবশ্য যায় , যদিও সময় একটু বেশি লাগে । সংযুক্তা বলল – 'শুধু চিঠির নিমন্ত্রণে কাকা-কাকীমা আসবেন না । ভালো হয় যদি তোমরা কেউ গিয়ে ওনাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পার !' জয়ন্তর ছেলে রনিত আলোচনার মধ্যে ঢুকে বলে উঠল – 'ওরে বাপ্ রে , সেখানে যাওয়া তো শুনেছি সাংঘাতিক এক ব্যাপার ! বর্ধমান স্টেশনে নেমে দুঘন্টা বাস , তারপর চারমাইল গরুর গাড়ি ! কে যাবে এখন ওভাবে ?' জয়ন্ত ছেলেকে আশ্বস্ত করে ! – 'আগে ওভাবে যেতে হত ঠিকই । কিন্তু, এখন ওখানে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে ; বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি-বাস যায় !' রনিত একটু ইতস্তত করে – 'কিন্তু অতটা কি দরকার আছে ? মানে ওখানে গিয়ে নিয়ে আসা ...!'

'দরকার আছে বৈকি !' ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলে ওঠে । – 'গুরুজন বলতে এখন আর ক'জনই বা আছেন !'

'তা ছাড়া এ'বাড়ির বিয়ের নিয়ম কানুন , আচার অনুষ্ঠান এসব কিছু আমরা তো ঠিক জানিনা !' সংযুক্তা যোগ দেয় – 'কাকিমাই তো একমাত্র আছেন যিনি এসব বলে টলে দেবেন ।'

রনিত প্রমাদ গণে – গ্রামের বুড়ো মানুষ ! ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে ? এসব দেখে-টেখে পলা আবার না ঘাবড়ে যায় !

বিয়ের তিন চার দিন আগেই বাড়িতে লোকজন আসা শুরু হয়ে গেল । শিকাগো থেকে সংযুক্তার বোন ভগ্নিপতি তাদের দুই মেয়ে টিয়া আর পিয়াকে নিয়ে সবার আগে বিয়ে বাড়ি পৌঁছল । পূরবীর মেয়ে কাকলি বর এবং বাচ্চা নিয়ে বার্মিংহাম থেকে এসে প্রথমে মায়ের কাছেই উঠল । কিন্তু পরদিনই ছেলেকে সোজা মায়ের জিম্মায় দিয়ে বলল – 'মা, বুবলু তোমার কাছে থাক ; আমরা বিয়ে বাড়িতে চললাম !' দিল্লী থেকে সংযুক্তার রনোকাকা আর সোনা কাকিমাও এসে গেল । জয়ন্তর ছোট ছেলে সুমিত বম্বেতে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে । অতি কষ্টে সাতদিনের ছুটি পেয়েছে । দাদার বিয়ে – অতএব সে এসেই কাজে-কর্মে চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে !

জয়ন্তর ছোটভাই হেমন্ত কলকাতাতেই থাকে । বিয়ের দুদিন আগে সে-ই একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে সেজোকাকা, কাকিমা আর তাদের নাতি গোপুকে নিয়ে এল নন্দগ্রাম থেকে । আট বছরের ছেলে, রোগা পাতলা গোপুর ভালো নাম ঋদ্ধিমান । ছোট্ট মানুষটির পক্ষে নামটা বড়ই ভারি ! তবে তার দাদু কিন্তু ওই নামেই তাকে ডাকে । গোপুর বাবা-মা তাদের জমি-জমা, ঘর-সংসার, গরু-ছাগল ইত্যাদি ছেড়ে আসতে পারেনি !

কাকা-কাকিমাকে নিয়ে হেমন্ত যখন বিয়ে বাড়ি পৌঁছল , ড্রইংরুমে তখন পিসে, মেসো, দাদু, জামাই ইত্যাদি অনেকের মধ্যে আজকালকার নীতি, রাজনীতি এবং সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছিল ! আলোচনা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জয়ন্ত সবার সাথে সেজোকাকা আর কাকিমার আলাপ করিয়ে দিল । বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ , অতএব সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্য সম্মান দেখাল । সেজোকাকাও প্রতিনমস্কার জানাচ্ছিলেন , কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন সংযুক্তার রনোকাকা আর ভগ্নিপতি শিবাজীর হাফপ্যান্ট ও ছাপকা-ছোপকা টি -শার্ট দেখে ! কাকিমাও একবার সেদিকে একটু দেখেই নজর ঘুরিয়ে নিলেন । সংযুক্তা ভিতরের ঘরে বোন-টোনদের সাথে নানান কাজে ব্যাস্ত ছিল । ওনাদের আসার খবর পেতেই সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এসে মাথায় কাপড় দিয়ে কাকা-কাকিমাকে প্রনাম করল । স্নেহের এবং স্বস্তির সুন্দর হাসি ফুটে উঠল ওনাদের মুখে । সেই সময় ছেলেমেয়েদের একটা বড় দঙ্গল নানারকমের জিনিস হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়ল । ওদের চেঁচামেচিতে ঘরের অন্য সব আলাপ আলোচনা চাপা পড়ে গেল !

দলের মধ্যে বাড়ির অন্য সব ছেলেমেয়েদের সাথে টিয়া-পিয়াও ছিল । তাদের পরণে শর্টস আর টি-শার্ট । মাথার চুল ছোট করে কাটা । গোপু ওর ঠাকুমার আঁচলটা হাতের মুঠোয় ধরে বড় বড় চোখে চারিদিকে দেখছিল । হঠাৎ টিয়া-পিয়ার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ঠাকুমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল – ঠাম্মা , ওরা দিদি না দাদা ? ঠাকুমার মুখে চোখে অস্বস্তি এবং অসন্তোষ ! তিনি তাঁর নাতিকে নিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে গেলেন ।

বিয়ের আগের দিন বিকেলে তিনতলায় ছাদের এক কোনে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে হবু কনে পলাকে বিয়ে বাড়ির ধারাবিবরণী শোনাচ্ছিল রণিত !

‘নন্দগ্রাম থেকে সেজো ঠাকুমা এন্ড পার্টি এসে গেছেন । পিয়া-টিয়ার হাপু আর টি-শার্ট ব্যানড হয়ে গেছে । ওরা দুজন এখন সালোয়ার কামিজ পরে হৈ হৈ করে ঘামছে । কাকলিদিও ড্রেস-ট্রেস ছেড়ে ঝটপট একখানা শাড়ি পরে নিয়েছে – ঠাকুমার গুডবুকে থাকার জন্য ! নন্দগ্রামের সেজোঠাকুমা খ্যান্তপিসীমার মত দেখতে হলে হবে কি , হেব্বি পার্সোনালিটি আছে ! ইতিমধ্যেই তিনি পূজোর কাজের জন্য একটা টিম বানিয়ে ফেলেছেন । টিম-লীডার অবশ্যই তিনি নিজে । প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট কাকিমনি ! দিল্লির সোনাদিদুকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন , কিন্তু পারেন নি, পিছলে গেছে ! ফেঁসে গেছে বেচারা কাকিমনি ! এদিকে তিনতলায় ঢাকা বারান্দায় বিরাট জমায়েত হয়েছে । ওখানে আমাদের ভাইবোনেদের সাথে কাজল , নিতাই ইত্যাদি ছুঁক-ছুকে পার্টিকে দেখতে পাচ্ছি ! জামাইবাবু, রনোদাদু, ঋদ্ধিমান ওরফে গোপুও আছে । ওখানে কেউ গাইছে, কেউ শুনছে, কেউ কেউ আবার কালকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে গুরুতর কিছু আলোচনা করছে । সুমিতের ঘরে একটা দল গোল হয়ে বসে তত্ত্ব সাজাচ্ছে । আমার এখন ওখানে যাওয়ার কথা । আসলে তোর আর আমার আশীর্বাদের পর নাকি আর কথাবার্তা বলা পারমিটেড নয় । এই শেষ, সব রিপোর্ট দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল । এবার কেটে পড়ছি , কাকলিদি আসছে এদিকে ! ফোনটা কেড়ে নেবে ! রাখছি !’

বিয়ের দিন সকাল থেকে সবকিছু মোটামুটি ঠিকঠাক চলছিল । ভোর বেলা অন্ধকার থাকতে উঠে সেজো কাকিমার নির্দেশ মত দধি-মঙ্গল , জল-সইতে যাওয়া হল । তারপর সকাল বেলা বিয়ে বাড়িতে যেমন হয় – এটা আনো , ওটা কোথায় গেল ? লুচি ভাজ , সবাই খেতে এসো , ইত্যাদি চলছিল ! সংযুক্তা সবদিকে সবকিছু দেখাশোনা করতে করতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিল । আলমারি খোলা বন্ধ করাটাই ওর এখন একটা বড় কাজ ! তবু তো ওর বোন-জা-ননদ সবাই ভাঁড়ার আর পূজোর দিকটা দেখছিল । জয়ন্তও দৌড়াদৌড়ি এবং চেঁচামেচি কিছু কম করছিল না !

সাড়ে এগারোটায় মেয়ের বাড়িতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব যাবে । তার আগে বরের গায়ে হলুদ ছুঁয়ে স্নান করাতে হবে । তবে তো সেই হলুদ কনের বাড়িতে যাবে ! তিন তলায় ছাদে রনিতকে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করানো হচ্ছিল । সংযুক্তা সহ অন্য সব মহিলারা এবং ছেলেমেয়েরাও সব ওখানেই ছিল । এইসময় বাড়ির মেইন গেটে মাছঅলা এসে দাঁড়াল । তার হাতে একটা বড়সড় টাটকা রুই মাছ ! বলল – ‘বৌদি মাছের কথা

বলে এসেছিলেন !' জয়ন্ত আর এই কাজের সময় সংযুক্তাকে ডেকে বিরক্ত করতে চাইলনা । নিজেই মাছঅলাকে বলে দিল – 'মাছ তো সেই সকালেই নিয়ে এসেছি । আজ আর মাছ লাগবে না !'

রোগা পাতলা লোকটা কোমরের গামছা খুলে ঘাম মুছে বলল – 'কিন্তু বৌদি আমাকে বিশেষ করে বলে এসেছিলেন এই মাছের কথা !'

– 'কখন বলেছে ?'

– 'দুদিন আগে বলে এসেছিলেন !'

জয়ন্ত মাঝখানেই ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে – 'দু-দিন আগে বলেছিল ? আজ তো আর বলেনি ! বললাম তো আমি , আজ মাছ লাগবে না । তুমি যাও এখন , মিছিমিছি ঝামেলা কোরোনা !' মাছঅলা তবুও ফিরে যেতে চাইছিল না । মিনমিন করে বলছিল – 'একবার যদি বৌদিকে - -?'

জয়ন্তর পাশে ওর ভায়রা ভাই শিবাজী দাঁড়িয়ে ছিল । বিরক্ত হয়ে বলল – 'আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো ! বলছ মাছ লাগবে না ; তবুও জবরদস্তি মাছ গছাবার চেষ্টা !' জয়ন্ত অধৈর্য্য হয়ে ধমক দিতে মাছঅলা রাগে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে গেল !

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনতলার পুরো ভীড়টা একতলায় নেমে এল । গায়ে হলুদের তত্ব নিয়ে যারা যাবে তারা সব সেজেগুজে তৈরি । একতলায় একটা ঘরে সব তত্ব সাজানো রয়েছে । প্রজাপতি শাড়ি , তোয়ালের বেড়াল , টমেটো-বেগুনের মজাদার পুতুল , মিষ্টির বুড়ো-বুড়ি, ইত্যাদি ! সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার পর সেজোকাকিমা বলে উঠলেন – 'বৌমা , বলেছিলাম না গায়ে হলুদের তত্বতে একটা বড়সড় নিখুঁত মাছ দিতে হবে ! মাছটা কোথায় ?'

সংযুক্তা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল – 'হ্যাঁ কাকিমা , মাছের ব্যাবস্থা করে রেখেছি !' কথাটা বলেই সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যাস্ত হয়ে উঠল – 'দশটা তো অনেকক্ষণ বেজে গেছে ! এখনো এলনা কেন মাছঅলাটা ?'

ওদের কথাবার্তা কানে যেতেই জয়ন্তর মুখ শুকিয়ে গেল । এতক্ষণে বুঝতে পারল , সংযুক্তার কথামতই মাছঅলা গায়ে হলুদের তত্বের মাছ দিতে এসেছিল । আর ওইজন্যই লোকটা বার বার বৌদিকে ডাকুন বলছিল । কিন্তু জয়ন্ত যে তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছে , সেটা জানাজানি হতে সময় লাগল না । বেগতিক দেখে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি দোতলায় বাথরুমে ঢুকে গেল !

'সংযুক্তা এবার রাগে ফেটে পড়ল – 'এই মানুষটাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! সব কাজে শুধু ভন্ডুল বাধাবে । কি দরকার ছিল মাছঅলাকে ফিরিয়ে দেবার ? অন্তত আমার সাথে একবার কথাও তো বলতে পারত !' ঘেমে নেয়ে অস্থির সংযুক্তার মুখটা টকটকে লাল দেখাচ্ছিল । সুমিত মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে – 'মা আমি একবার বাজারে গিয়ে দেখি ?'

'এত বেলায় একটা নিখুঁত , গোটা , বড় মাছ পাবি নাকি ? তাছাড়া তত্ব নিয়ে তো এখুনি তোদের বেরোতে হবে !' ওদিকে দোতলার বাথরুমে টকটক করে টোকা দেয় রনিত – 'আর কতক্ষন লুকিয়ে থাকবে বাবা ?' দরজা একটু ফাঁক করে এদিক ওদিক তাকিয়ে অপ্রস্তুত একখানা হাসি মুখে নিয়ে বেড়িয়ে এল জয়ন্ত । ছেলেকে বলল – 'যা একখানা কেলো করেছি না !'

'জানি তো !' রনিত বলে – 'নীচে এখনও ওই নিয়ে তুলকালাম চলছে । এখন মাছের অভাবে আমার বিয়েটাই না কেঁচে যায় !'

– 'আরে না না, বিয়ে কেঁচে যাবে মানে ? তুই একটু ওদেরকে ম্যানেজ কর । আমি এই ফাঁকে টুক করে বেড়িয়ে যাচ্ছি । ওই মাছঅলাকে ধরে, ওই মাছটাই নিয়ে ফিরব !' ল্যাটা মাছের মত সুড়ুৎ করে পিছলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল জয়ন্ত এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি-সত্যিই সেই মাছটাই সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল ।

গায়ে হলুদের তত্ব নিয়ে সবাই বেরিয়ে যাবার পর আরাম করে একটি পান মুখে পুরে সেজো কাকিমা বললেন – 'জয় আজ দেখালো বটে ! কি ঠাণ্ডা মাথা ! বৌমা মাছ নিয়ে কত কথা বলল তখন, কিন্তু ছেলে আমাদের একটা রা পর্যন্ত করল না ! অথচ দ্যাখ , মাছের ব্যাবস্থাটা তো শেষ পর্যন্ত ও-ই করল !'

সেজো কাকিমার কথা শুনে সংযুক্তার মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেল । অন্য ঘরে গিয়ে বোন আর ছোট জা উর্মির কাছে ছলছল চোখে বলল – 'কাকিমার কথা শুনলি ?' উর্মি কাছে এসে ওর হাতদুটো ধরে স্বান্তনা দিল – 'তুমি মন খারাপ কোরোনা দিদি । ওনারা তো এরকমই বলবেন !' বোন, বীথিকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল – 'হ্যাঁ , ঠিক বলেছে উর্মি! শাশুড়িরা কে কবে আর বৌয়ের প্রশংসা করেছে ?' চোখ মুছে সংযুক্তা বলল – 'অথচ দ্যাখ , কোথায় কার কি লাগবে সব কিন্তু আমিই ব্যাবস্থা করছি !' বলতে বলতেই হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় 'এমা , একদম ভুলে গেছি' বলে হুড়মুড়িয়ে কোথায় চলে গেল ! একটুক্ষণের মধ্যে কিছু জামাকাপড় আলমারি থেকে বের করে এনে সেজো কাকিমার হাতে দিয়ে বলল – 'গোপু আজ নিতবর সাজবে , তার জন্য ধুতি পাঞ্জাবী এখানে আছে । আর আপনার আর কাকার জন্যেও শাড়ি-ধুতি এনেছি । এগুলো পরে আপনারা আজ বরযাত্রী গেলে আমরা খুব খুশি হব !'

জামা-কাপড়গুলো হাতে নিয়ে খুলে দেখে কাকিমা বললেন – 'সব কিছু খুব সুন্দর হয়েছে । কিন্তু এতকিছুর দরকার ছিলনা বৌমা । তবে এনেছ যখন , গোপু আর তোমার কাকা আজ এগুলোই পরবে ।

'আর আপনি?'

কাকিমা হাসলেন – 'আমি তো বরযাত্রী যাবনা ! তুমি কি একলা থাকবে নাকি বাড়িতে ? আমিও থাকব তোমার সাথে ।'

'আমি থাকব কেন ? আমিও তো বিয়ে বাড়ি যাব !'

'ওমা সেকি ! তুমি কি করে বরযাত্রী যাবে ? তুমি কি জাননা , ছেলে বা মেয়ের মাকে বিয়ে দেখতে নেই ? ওতে সন্তানের অমঙ্গল হয় !'

কেমন যেন থমকে গেল সংযুক্তা । কিছু একটা বলতে গিয়েও বললনা । চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । প্রতিবাদ জানাল কাকলি আর বীথিকা – 'এ সব কি অদ্ভুত নিয়ম ? আজ-কাল এ-গুলো কেউ মানে নাকি ?' সেই প্রতিবাদের উত্তরে কাকিমা বললেন – 'এতদিন যা দেখেছি , শিখেছি সেইটেই আমি বলেছি । তোমাদের মানতে হয় মানবে , ইচ্ছে নাহলে মানবেনা । জবরদস্তি তো কিছু নেই । তবে কি জানো বাছা , মঙ্গল-অমঙ্গল বলে একটা জিনিস আছে তো , তাই কথাটা না বলে পারিনি !'

সংযুক্তা বরযাত্রী যাচ্ছে না শুনে সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল ! রনিত ওর বাবার কাছে এসে রাগা-রাগি শুরু করল – 'দেখেছ তো কেন তখন তোমাদের সেজো দাদু দিদুকে আনতে ডিস্কারেজ্ করছিলাম ! নাও এখন আমার বিয়েতে আমার মা-ই যেতে পারবেনা ! তাতে নাকি অমঙ্গল হবে ! যত সব ফালতু কথা !'

মুখ চুন করে রনিতের বকুনি শুনছিল জয়ন্ত । মিনমিন করে বলল – 'যাই দেখি , আমি একবার কথা বলে দেখি ! সংযুক্তা না গেলে তো আমারও যাওয়া উচিত নয় । দূর ছাই , সব গন্ডগোল হয়ে গেল !'

অন্যদিকে সংযুক্তার রনোকাকাও রাগারাগি করতে লাগলেন – 'যত সব মান্ধাতার আমলের নিয়ম । নেহাত আমাদের বুলার (সংযুক্তার ডাক নাম)মত বউ পেয়েছিল তাই ! অন্য কোনো মেয়ে হলে এসব নিয়ম কানুন মানা বুঝিয়ে দিত – ইত্যাদি ইত্যাদি !'

উৎসবের বাড়ি যেন ঝিমিয়ে পড়ল । হৈচৈ, হাঁক ডাক ,হাসি গল্পের মধ্যে খুশির জোয়ার টাই আর নেই । অবস্থা দেখে শুনে , মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে নন্দগ্রামের সেজো কাকা বললেন , 'জয় , চল আমার সঙ্গে । তোর কাকিমার সাথে কথা বলে দেখি !'

চুপচাপ ঘরে শুয়েছিলেন সেজো কাকিমা। স্বামী ঘরে ঢুকতেই উঠে বসলেন । সেজো কাকা বললেন – ‘বৌমা বিয়েতে যাবে না শুনে সবাই বড় মনমরা হয়ে পড়েছে গো সেজো গিন্নী !’ অন্যদিকে তাকিয়ে গিন্নী উত্তর দিলেন – ‘আমি তো তাকে যেতে বারণ করিনি । আমাদের রীতি নিয়মটাই বলেছি শুধু !’

– ‘তোমার কথা অমান্য করার মেয়ে যে আমাদের বৌমা নয় , সে তো তুমি জানো !’ কথা বলতে বলতে তিনি গিন্নীর পাশে গুছিয়ে বসলেন । ‘আমি বলি কি এমন কিছু করা যাক , যাতে নিয়মও রক্ষা হয় আর বৌমার বিয়ে বাড়িও যাওয়া হয় !’

– ‘সেটা কি করে হবে ?’ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন কাকিমা !

‘হবে হবে । ভালো বুদ্ধি দিয়েছে জয় । দ্যাখ মায়ের বিয়ে দেখা মানা আছে , বিয়ে বাড়িতে যাওয়ায় তো দোষ নেই । তাই বলছি , বৌমা বরযাত্রী যেতেই পারে । বিয়েটা না দেখলেই হল !’

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেজো কাকিমার মুখ চোখ । একগাল হেসে জয়ন্তকে বললেন – ‘সত্যি তোর কত বুদ্ধি রে জয় ! ডাক ডাক , বৌমাকে ডাক , তৈরী হতে বলি । সবাই মিলে বিয়েতে যাব !’

জয়ন্তর মনে হল – থেমে যাওয়া সানাইটা যেন আবার বাজতে শুরু করেছে ।